উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪)
উপজেলা পরিষদ
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

নভেম্বর, ২০১৯

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪

উপজেলা পরিষদ

পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

সময়কালঃ ২০১৯-২০ হতে ২০২৩

উপদেষ্টা

জনাব মোতাহার হোসেন, এম পি
মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ১৬, লালমনিরহাট-১।

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ রুহুল আমীন বাবুল
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

জনাব মোফাজ্জল হোসেন
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

জনাবা মোছাঃ লতিফা আক্তার
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

সম্পাদনায়
জনাব মোঃ সাইফুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

কারিগরী সহযোগিতায়
পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহোরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএলআরএম), উপজেলা পরিষদ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
সালমান জাহাঙ্গীর, জেলা সমন্বয়ক, উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

ডিজাইন
সুমন কুমার দাস
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা পরিষদ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
মুদ্রণে

গ্রন্থস্বত্ব
উপজেলা পরিষদ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০১৯

মোঃ আবু জাফর
জেলা প্রশাসক
লালমনিরহাট।

বাণী

স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে সেবা প্রদান ও জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ একটি স্বাবলম্বী ও স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে চলেছে । একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সেবামুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সঠিক পরিকল্পনা ও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এর সঠিক বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন যখন একসূত্রে একটি চক্র হিসেবে কাজ করে তখনই টেকসই উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ মেয়াদে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমার আশা করি প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহন অব্যাহত থাকবে। আমি বিশ্বাস করি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্ত বায়নে পাটগ্রাম উপজেলা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টর (ইউআইসিডিপি) কারিগরি সহযোগিতায় পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২০-২৪) প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সাথে উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের যে সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ আবু জাফর)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার বিভাগ
লালমনিরহাট।

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। উপজেলা পরিষদকে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে ২০১১ সালে মহান জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ পাশ করা হয়। বর্তমান সরকার উপজেলা পরিষদকে আরো গতিশীল ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের(ইউআইসিডিপি) লক্ষ্য হচ্ছে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অধিকতর প্রশাসনিক সক্ষমতার সাথে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিষেবা বাস্তবায়ন করা। এরই অংশ হিসেবে পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০) হতে (২০২৩-২৪) প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মূলত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে উন্নয়ন আরো টেকসই ও গতিশীলতা পাবে।

পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২০-২৪) প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এগিয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করি। পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২০-২৪) প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সাথে উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের যে সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

মোঃ রুহুল আমীন বাবুল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকাণ্ডে পারদর্শী জাতি গঠনমূলক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ।উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ একটি জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মাইলফলক হতে পারে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনপ্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে।এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা সরবরাহের বড় বাধা।এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে।এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে।এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এর সাহায্যে পাটগ্রাম উপজেলার ০৫ বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪ প্রকাশনার সাথে জড়িত উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও জন প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।একই সাথে এমন একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ইউআইসিডিপিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোঃ রুহুল আমীন বাবুল)

মো: সাইফুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

বাণী

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (০১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে।এই আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ৯ টি বিধিমালা ও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ণ করা হয়েছে।এসব আইন, বিধিমালা প্রণয়নের ফলে এবং তার যথাযথ অনুসরণ কার্যকর হলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৪২ এ বলা হয়েছে যে উপজেলা পরিষদসমূহ উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। আইনের ২য় তফসিলে (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী) এর ১নং ক্রমিকে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।সেই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে গতিশীল করতে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক ও পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।এর প্রেক্ষিতে পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পাটগ্রাম উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, সরকারি-বেসরকারি খাতের অর্থপ্রবাহ, স্থানীয় চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ণয়পূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে পাটগ্রাম উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্বাচিত সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত পরিকল্পনার সুষম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করি। জন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করছি তাতে আমি আশা করতে পারি অচিরেই পাটগ্রাম একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), প্রকল্প নির্বাচন কমিটিসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণ ও পরিষদে ন্যস্ত সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের ও প্রশাসনের সকল কর্মচারী যারা শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মো: সাইফুর রহমান)

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পাটগ্রাম , লালমনিরহাট ।

বাণী

পাটগ্রাম উপজেলা লালমনিরহাট জেলার কেন্দ্রস্থলে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ভৌগলিক পরিসরে অবস্থিত। কৃষিতে সমৃদ্ধ এই জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ কাজ করে চলছে। স্বচ্ছতা , জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি উন্নয়নমুখী উপজেলা গঠনে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য ।উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এর পৃষ্টপোষকতায় পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২০-২৪) প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

এই পরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিলক্ষিত হবে।

(মোঃ মোফাজ্জল হোসেন)

মোছাঃ লতিফা আক্তার
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পাটগ্রাম , লালমনিরহাট ।

বাণী

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানসম্মত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে এবং উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এর সহযোগিতায় পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২০-২৪) প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা আশার কথা। পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের জন প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলার নারী সমাজের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রেখেছি।

সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঈাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ একটি মডেল উপজেলা হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(মোছাঃ লতিফা আক্তার)

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	৫
১.উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র	১২-১৩
২. উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	১৪-১৮
৩. উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১৯-৩০
৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ	৩১
৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	৩২-৪৮
৬. রূপকল্প	৪৯
৭. পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৪৯-৫২
৮. পরিকল্পনা ফরম্যাট	৫৩-৫৭
৯.পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	৫৮
৯.উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা	৫৯-৬১

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১ঃ হাতিবান্ধা উপজেলার মানচিত্র	১৩

ছকের তালিকা

ছক ১ ঃ উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	১৪-১৮
ছক ২ ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন	১৯-৩০
ছক ৩ ঃ উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ	৩১
ছক ৪ ঃ উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	৩২-৪৮
ছক ৫ ঃ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৪৯-৫২
ছক ৬ ঃ উপজেলা পঞ্চপরিকল্পনা ফরম্যাট	৫৩-৫৭
ছক ৭ ঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরম্যাট	৫৮
ছক ৮ঃ হাতিবান্ধা উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ	৫৯
ছক ৯ ঃ হাতিবান্ধা উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দ	৬০
ছক ১০ ঃ হাতিবান্ধা উপজেলা পরিষদের সদস্যদের তালিকা	৬১

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিক করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমূহ পঞ্চ বার্ষি করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্ন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইঙ্গিক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাক

প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। পাটগ্রাম উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া দায়িত্ব পালন করেছে।প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রনয়ন জুলাই'১৯ হতে শু করে নভেম্বর'১৯ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য, বাজেটের সারসংক্ষেপ, প পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট ও পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজ এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার অবস্থান নির্দেশ করে। আর্থসামাজিক সূচকে উপজেলার এই অবস্থানের কারণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধ ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। এটি উপজেলাকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ ঈাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ১৪ টি খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষন করেছে এবং প্রতিটি খাতে সর্বোচ্চ ২ টি জনকেন্দ্রীক সমস্যা

উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচে বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্ন করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে ঈাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করেছে

আর্থসামাজিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত নির্ধারণে সহায়তা করে যার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, অগ্রাধিকা সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারিত হয়। উপজেলা পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরিষ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত চিত্র যা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের আলোকে প্রণয়ন সুনির্দিষ্ট হতে হবে যেহেতু ইহা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। ঈাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল আর সকল উন্নয়ন একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক ব করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা কর্মসূচী আকারে পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন সম্ভব পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে। পরিশে পর্যালোচনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবা য়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

চিত্র ১ঃ পাটগ্রাম উপজেলার মানচিত্র

২.ঈাটগ্রাম উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হাল নাগাদ করতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১,হেলথ বুলেটিন পাটগ্রাম, ২০১৯। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে পাটগ্রাম অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিন্মের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

পাটগ্রাম উপজেলা আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৮৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে দেখা শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশি। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম।জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলা অনেক এগিয়ে রয়েছে যদিও এখনো শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি।উপজেলার সড়কের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, উপজেলার ৬০০ কিলোমিটারের মত সড়ক এখনো কাঁচা রয়েছে। উপজেলার কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করে তুলতে উপজেলার ০৬ টি হস্তান্তরিত দপ্তর প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে। উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের এই অবস্থান বিবেচনায় নিয়েছে।

ছক ১: পাটগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
প্রশাসনিক তথ্য	আয়তন	বর্গ কি মি	২৫৩.২৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	০৮	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	গ্রাম	সংখ্যা	১২২	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মৌজা	সংখ্যা	৬৪	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৭২	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	জেলা সদর হতে দূরত্ব	কিমি	২৮	গুগল ম্যাপ, ২০১৯
	উপজেলা ঘোষণার সাল	সাল	১৯৮২	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	জন	২৪৬০০০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	পুরুষ	জন	১২২০০০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	নারী	জন	১২৩০০০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খানা/ পরিবার	সংখ্যা	৫৮১৩৮	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	জন	৯৭০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	মুসলিম	জন	১৯৯০০৭	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	হিন্দু	জন	৪৬৩০৮	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	বৌদ্ধ	জন	১	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খ্রিস্টান	জন	০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	অন্যান্য	জন	৮৮	জেলা আদমশুমারি ২০১১
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১৬৬	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	০২	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	২৯	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	০৫	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	স্কুল এন্ড কলেজ	সংখ্যা	০৯	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কলেজ	সংখ্যা	০৮	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	দাখিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	১৪	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	আলীম মাদ্রাসা	সংখ্যা	০৩	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ফাযিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০১	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কামিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০১	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা	১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এমপিওভুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা	০১	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	৩৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার	সংখ্যা	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সংখ্যা	৩	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,	সংখ্যা	১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	হাট-বাজার	সংখ্যা	২২	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ব্যাংকের শাখা	সংখ্যা	৫	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯

	ডাকঘর	সংখ্যা	৫	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মসজিদ	সংখ্যা	৪৬৫	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মন্দির	সংখ্যা	৮৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	আশ্রয়ণ/আবাসন	সংখ্যা	৫	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	গুচ্ছগ্রাম	সংখ্যা	৪	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	মোট সড়ক	সংখ্যা	১৭৭	এলজিইডি, ২০১৯
	মোট সড়কের দৈর্ঘ্য	কিমি	৬৮৯.৮৪	এলজিইডি, ২০১৯
	কাঁচা সড়ক	কিমি	৫৬৬.৮০	এলজিইডি, ২০১৯
	পাকা সড়ক	কিমি	১১২	এলজিইডি, ২০১৯
	এইচবিবি সড়ক	কিমি	১০.১৭	এলজিইডি, ২০১৯
	রেল লাইন	কিমি	২০	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	রেলষ্টেশন	সংখ্যা	৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা	৪	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	জলমহাল	সংখ্যা	১৮	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	বনভূমি	একর	০	উপজেলা বন বিভাগ, ২০১৯
শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য	স্বাক্ষরতার হার	শতকরা	৪৬	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	শতকরা	১০০	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	শতকরা	১০.৫	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার	শতকরা	৮৮	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	৮৩১ (পদ সংখ্যা-৯৪২)	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	জন	৩৬৫৪২	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা	জন	৫৯৭	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	-	১ঃ ৪০	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	বিদ্যুৎ সংযোগ নাই এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	২৪ টি	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ওয়াশ ব্লক আছে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	৩৮	উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস, ২০১৯
	পি এস সি পরীক্ষার পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	শতকরা	৯৭	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	১০৫২	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	জন	২১৪৫৪	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত		১ ঃ ২০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	শতকরা	৭৪.৯৮	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	শতকরা	৮৮.১৭	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	শতকরা	৬৭.৮৬	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার (উপজেলার ৬-১৮ বছর বয়সী ছেলে মেয়ের মধ্যে)			
	প্রাথমিক পর্যায়ে (৬-১০ বছর বয়সী)	শতকরা	৮০.১	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে (১১-১৩ বছর বয়সী)	শতকরা	৮৫	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৪-১৫ বছর বয়সী)	শতকরা	৬৬.৫	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৬-১৮ বছর বয়সী)	শতকরা	৪২.২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	সামগ্রিকভাবে উপস্থিতি (৬-১৮ বছর বয়সী)	শতকরা	৭৫.৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা	৩৬.৪	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা	জন	৮,৯৬২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা	৮.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর সংখ্যা	জন	২,১২৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দুর্বল শিশুর হার	শতকরা	৩৯.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দুর্বল শিশুর সংখ্যা	জন	৯,৭৩৭	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি দুর্বল শিশুর হার	শতকরা	১৮.৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি দুর্বল শিশুর সংখ্যা	জন	৪,৪৯৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	০- ৫ বছর এর কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার	জন	৩১ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	নবজাতকের মৃত্যুর হার (০-২৮ দিন)	জন	১৭ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯

	মাতৃমৃত্যুর হার	জন	১৩৬.১৬ (প্রতি লাখ জীবিত জন্মে)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলায় মোট ডেলিভারীর সংখ্যা (মে/১৮ হতে জুন/১৯)	সংখ্যা	৪,১২৫	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	অপ্রাতিষ্ঠানিক (বাড়ীতে) ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা	২,২১৪	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	প্রাতিষ্ঠানিক(হাসপাতাল/ক্লিনিকে) ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা	১,৯১১	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	ইউনিয়ন ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা	জন	৩৫৬	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আগত রোগীর সংখ্যা	জন	১৬,১১২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে আগত রোগীর সংখ্যা	জন	১৪,০৬৯	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীর সংখ্যা	জন	২,০৩,৪১৭	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	টিকা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা	জন	৬,৪৭২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার	শতকরা	৭৮.৭৫	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	২৪,৯৪০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৪২.৮	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবার	জন	১৭,৮০০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৩০.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	৪৯০০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৮.৪	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার	জন	১৮০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার	শতকরা	০.৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার	জন	৫৭,১৪০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার	শতকরা	৯৮.২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবার	সংখ্যা	৩৫,৫৪৬	নেসকো, ২০১৯
	কর্মক্ষম জনসংখ্যা	জন	১,৪৩,১৮০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কৃষিখাতে যুক্ত	জন	৫৪,৯৬০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	শিল্পখাতে যুক্ত	জন	৩,৬৮০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	সেবাখাতে যুক্ত	জন	১১,২০০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাথাপিছু দারিদ্রের হার	শতকরা	৩৫.২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাথাপিছু দরিদ্রের সংখ্যা	জন	৮৪৭৪৭	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাথাপিছু অতিদারিদ্রের হার	সংখ্যা	১৬.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাথাপিছু অতিদরিদ্রের সংখ্যা	জন	৩৯,৯৮২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	সংখ্যা	১৪৬	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য	কার্যকর সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৫২	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	১৭০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা সমবায় কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	২১০	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	৩৮০	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	৬৪৫	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	২৮০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, ২০১৯
	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	জন	৭৫০	উপজেলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ২০১৯
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত জনগণ			
	ইজিপিপি	জন	১৯০২	উপজেলা প্র বা ক কার্যালয়,২০১৯
	ভিজিডি	জন	২১৩৬	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০১৯
	মাতৃত্বকালীন ভাতা	জন	১৩৬০	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০১৯

	বয়স্ক ভাতা	জন	১২২৫০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	জন	৭৩৫০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	জন	৪৭২৬	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	১৮০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা	জন	৪১	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	৫১	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯

৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চা ।কেননা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০% ।এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এতে এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথাঃ ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২) বিশেষ অনুদান ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা) ৬) সংসদ সদস্য ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এই উৎসগুলোর ভেতর হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ নিজ-নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সারা বছর ব্যাপী রাখবে উচিত।উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি- তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত 'সম্পদ চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ' (সারণি ৩) ব্যবহার করেছে

ছক ৩: উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	পাঁচ বছরের সম্ভাব্য (বার্ষিক বরাদ্দ *৫)
১	**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি**	৯০,০০০,০০	৪,৫০,০০,০০০
২	**বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি**	৫০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০
৩	**স্থানীয় ভাবে আহোরিত সম্পদ**	১,৩০,০০,০০০	৬,৫০,০০,০০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতিয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	৫৭,৫৫,৯৪,৪৬৮	২৮৭,৭৯,৭২,৩৯০
৫	ইউনিয়ন/ পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	২,১৩,৭৩,১৫৮	৪,২৭,৪৬,৩১৫
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	২,০০,০০,০০০	১০,০০,০০,০০০
৭	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	৪,৮৪,৮৯,০০০	২৪,২৪,৪৫,০০০
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	০০	০০

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের (এডিপি) আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উপর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।উপরের টেবিল ৩ এ, ক্রমিক নং ১,২ ও ৩ হচ্ছে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদেও সরাসরি নিয়ন্ত্রনে থাকা তহবিল। **এই প্রক্ষেপন অনুযায়ী পাটগ্রাম উপজেলার আগামী পাঁচ বছরে সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের পরিমান প্রায় ১২.৫ কোটি টাকা।**

৬. রূপকল্প

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র।এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"পাটগ্রাম উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

৭. পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় গুরুত্ব আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলা উন্নয়নের প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহনমূলক হওয়া উচিত।

ঈটগ্রাম উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ৫টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে ২০১৬ সালের এসডিজি'র তথ্য অনুযায়ী উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৮০ ভাগের উপর এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ। বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করছে। একারনে উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে উপস্থিতির হার শতভাগ অর্জন করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ যে সকল বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম সেখানে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । একই সাথে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষন, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপজেলা পরিষদ মনে করে এইসকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ হলে ২০২৪ সাল নাগাদ ঈটগ্রাম উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার শতভাগ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে নূন্যতম ৮০ ভাগ অর্জন সম্ভবপর হবে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিতকরন ও শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা এবং উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইড ওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৫ঃ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার	শিক্ষা	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬৩ টি শিক্ষা

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
	উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা।		শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও উপকরণ প্রদান ।	প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্থিতির হার ৮০ ভাগে উন্নীত করা।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ এর সালের মধ্যে ৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগন গণিত, ইংরেজী ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধে ২৩০ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যেছাত্রীদের ঝরে পরা রোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৪০টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৩০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নেমে আসবে এবং উপস্থিতির হার শতভাগ অর্জিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৯০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১৬৪ টি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ	

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
			সজ্জিতকরন ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরী করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে বিদ্যুতবিহীন ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে।	এসডিজি'র লক্ষ্য অনুযায়ী.২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত হবে।
২	উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো।	স্বাস্থ্য	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদামাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ,কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে ।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮০ টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।	শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	
৩	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলিতে জনসাধারণের প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০ কিমি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে।	উপজেলার ২.৫ লক্ষ জনগণের বিভিন্ন পরিষেবাগুলিতে প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
			২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরু ত্বপূর্ণ স্থানের জলাবদ্ধতা নিরসনে ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ২৫০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে।	

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	
৪	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন।	কৃষি মৎস্য প্রানীসম্পদ	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ৪০০ জন সবজিচাষীকে প্রশিক্ষণ ও ও বিভিন্ন দলে উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সবজির উৎপাদন বর্তমানের ২৩,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ২০০ জন মৎস্যচাষি কে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সবজির উৎপাদন বর্তমানের ৪৪৮৫ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৫০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদিপশুপাখিকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	২ লক্ষ ২০ হাজার গরু ছাগল ও ভেড়া কৃমিরোগ, পিপিআর রোগ হতে ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষ ক্ষুরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে।
৫	উপজেলার দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা ,বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	কর্মসংস্থান	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতাবৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন বেকার যুবক ও নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হবে।

৮. পরিকল্পনা ফরম্যাট

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে ও আগামী এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশন সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলা প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে।

ছক ৬ ঃ উপজেলা পরিকল্পনা ফরম্যাট

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি					
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচির নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা
১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	৫৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা	৫৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ২৫০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
২	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ , আসবাবপত্র প্রদান প্রদান	শ্রেণী কক্ষসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সমস্যা দূর হবে।	৫০ টি মাধ্যমিক ও ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৮ টি ইউনিয়নের ৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
৩	সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি	২৩০টি বিদ্যালয়	উপজেলার ৫০,০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী ও পরিষদ

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি					
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচির নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা
		নিশ্চিত হবে।										
৪	দরিদ্র, মেধাবী ,নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান।	দরিদ্র, মেধাবী ও নারী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আগমন নিশ্চিত হবে।	২৩০টি বিদ্যালয়	উপজেলার ৫০,০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
৫	বিদ্যুতবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সোলার প্যানেল স্থাপন	বিদ্যালয়সমূহে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান সম্ভব হবে।	১০ টি বিদ্যালয়	১২০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৫ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
৬	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।	সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান ও আইসিটির শিক্ষকগন ও ৩০ টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি					
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচির নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী সদস্যগণ	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা
৭	উপজেলার কলেজসমূহে আসবাবপত্র প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন করা	কলেজসমূহে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হবে।	উপজেলার ০৮টি কলেজ	৯০০০ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
৮	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা	শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে	৬০০০ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
৯	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাল্যবিবাহ বিরোধী ক্যাম্পেইন।	বাল্যবিবাহের কারনে ছাত্রীদের ঝড়ে পড়া রোধ হবে।	মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ৪০ টি ক্যাম্পেইন	মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ৯৫০০ ছাত্রী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা মাধ্যমিক/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১০	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত করন।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	৯০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০,০০০ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
১১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরন ও	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ	১৬৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,০০০ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি					
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচির নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা
	মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও লাইব্রেরী তৈরী করা	নিশ্চিত করা।										
১২	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স , উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে চিকিৎসা উপকরণ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন	রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩ টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকৌশলী
১৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী চালুর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান।	শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী নিশ্চিত হবে।	৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	উপজেলার সকল গর্ভবতী মা ও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৫ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী
১৪	প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী , স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইন /প্রশিক্ষণ।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাবে	৪৮ টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার সকল গর্ভবতী মা ও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১৫	দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গণশৌচাগার নির্মাণ।	উপজেলার শতভাগ জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	৩০০০ দরিদ্র পরিবার	দরিদ্র পরিবারের ১৫০০০ হাজার সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি					
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচির নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা
		ব্যবহার করবে।										
১৬	দরিদ্র পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে নলকূপ বিতরণ।	উপজেলার শতভাগ জনগণ নিরাপদ পানি ব্যবহার করবে।	৫০০ দরিদ্র পরিবার/ প্রতিষ্ঠান	৫০০ পরিবারের ২০০০ হাজারের অধিক সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
১৭	উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ও স্থানে ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও কার্লভাট নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং রাস্তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।	৫০০০ মিটার ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও ২৪ টি কার্লভাট	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
১৮	পরিসেবাগুলোতে সংযোগকারি সড়ক নির্মাণ।	পরিষেবাগুলোতে জনগণের প্রবেশগম্যতা সহজতর হবে।	১০ কিমি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/ সিসি করা হবে।	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
১৯	উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে।	১৫টি অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী
২০	উপজেলার কৃষক,	উপজেলায়	৭০০ কৃষক,		কৃষি, মৎস্য	উপজেলার	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি					
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচির নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা
	মৎস্যচাষি, ও গবাদি পশুপাখি পালনকারীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও গবাদিপশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	মৎস্যচাষি, ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী		ও প্রাণীসম্পদ	০৮ টি ইউনিয়ন						প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ ও ১৭টি বিভাগ
২১	দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা ,বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।	বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	৩০০ বেকার যুবক ও ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী	২০০০ অধিবাসী	কর্মসংস্থান	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা পরিষদ ও ১৭টি বিভাগ
২২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রান ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে।	০৮ টি ইউনিয়নে ০৮ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ	২.৫ লক্ষ অধিবাসী	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

৯.পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মুল্যায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচি বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশে- ষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগত ও অর্জন তুলে ধরে। অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে। টিজিপি এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ এবং মুল্যায়ন হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলির সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মুল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মুল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষনের সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিম্নরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;
২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারন;
৪. স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং
৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। । যদি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চুড়ান্ত মুল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চুড়ান্ত মুল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এতে কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে

ছক ৭ঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরম্যাট

<table>
<tr><th>নং</th><th>পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য</th><th>ফলাফল</th><th>পরিমাপযোগ্য সূচক</th><th>এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের %)</th><th>সম্পদ (%)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>গ্রামীন সমাজে অবকাঠামোগত উন্নয়ন</td><td>উন্নত জীবিকা এবং সরকারী পরিসেবায় নাগরিকদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি</td><td>....... কি.মি. রাস্তা
........টি ব্রীজ</td><td>২০১৯: ১৫%
২০২০: ২০%
২০২১: __%
২০২২: __%
২০২৩: __%</td><td>২০১৯: ১৫%
২০২০: ২২%
২০২১: __%
২০২২: __%
২০২৩: __%</td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ
• পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় উপজেলা পরিষদ ১ম বছরের বার্ষিক পরিকল্পনার সব প্রকল্প বাস্তবা য়ন করতে পারে নি। উপজেলা পরিষদের উচিৎ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ
• এডিপি'র প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারনেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের বছরের শুরুতে বার্ষিক পরিকল্পনার কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।</td></tr>
<tr><td>২</td><td>মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঝড়ে পরার হার হ্রাস করা</td><td>নিম্ন আয়ের পরিবারের সকল শিক্ষার্থীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা।</td><td>.........পরিবারের
.........শিক্ষার্থীদের
.... খাদ্য সহায়তা</td><td>২০১৯: ২০%
২০২০: ২৩%
২০২১: __%
২০২২: __%
২০২৩: __%</td><td>২০১৯: ২২%
২০২০: ২৩%
২০২১: __%
২০২২: __%
২০২৩: __%</td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ
• খাদ্য সহায়তা ঝড়ে পরার হার কমাতে কার্যকর হয়েছে তবে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী বজায় রাখার জন্য এতে প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য অন্য কিছু সাহায্য প্রয়োজন।
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ
• ইউনিয়ন থেকে পাওয়া কিছু প্রকল্প প্রস্তাবের মান খারাপ ছিল। দরপত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের মান উন্নত করা প্রয়োজন। উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প শীট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>৩</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ</td></tr>
</table>